● দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

12

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণ

৫ থেকে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে পারে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামী ২৬শে নভেম্বর ঢাকায় শেরে বাংলানগরে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণ'–এর লক্ষ্যে যে সরকারী সমাবেশ হবার কথা ছিল

(৭–এর পাতায় দেখুন)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পাতার পর)

তা স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ১০ই ডিসেম্বরের আগে এবং ৫ই ডিসেম্বরের পরে তা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ গত ১৭ই নভেম্বর ঘোষণা করেছিলেন, ২৬শে নভেম্বর ঢাকায় সন্ত্রাসবিরোধী মহাসমাবেশ হবে। সেদিন অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমাবেশকেই মহাসমাবেশে পরিণত করার পরিকল্পনা ছিল কীনা জানা যায়নি। তবে দায়িত্বশীল সূত্রে বলা হয়েছে, মহাসমাবেশের কর্মসূচী ছিল প্রাথমিক শিক্ষা সমাবেশকে কেন্দ্র করেই।

গতকালের সভায় আলোচনা করা হয় যে, ১০ই নভেম্বর থেকে বিরোধী দলগুলোর অবরোধ কর্মসূচী শুরু হবে। তার আগেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাবেশ করতে হবে। এতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের এবং সকল ইউপি চেয়ারম্যানকে উপস্থিত থাকতে হবে। মোট সংখ্যা হবে দু'লাখের মত। এবার ছাত্র রাখা হবে না।

গত ১৭ই নভেম্বর ঢাকায় মন্ত্রিপাড়া অবরোধ কর্মসূচীর দিনে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে ও এর আগে ১৪ই নভেম্বর তিতুমীর কলেজে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাবেশের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ ঢাকা জেলা প্রশাসন করেছিল। গতকালের সভায় ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষে আর ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে না। কারণ ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাদের ব্যস্ত থাকতে হবে।

সভায় একজন কর্মকর্তা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাবেশে বক্তব্য রাখার কারণে পরে জনৈক কর্মকর্তাকে কেন্দ্র করে ঘটনার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ প্রকাশ করেন যে, তিন–চারদিনের মধ্যে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে। কর্মকর্তাদের আর সমস্যা হবে না। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ই নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা সমাবেশের কারণে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একজন কর্মকর্তার বাসায় পুলিশী পাহারা বসানো হয়েছিল। গত পরশু বুধবার ঢাকা জেলা প্রশাসনের গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জেলা প্রশাসকের কাছে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি ও সরকারী অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কিছু কথা বলেছেন।